বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

মামলা নং-৪/২০১৬

জনাব আবুল বাশার — ফরিয়াদী
সাং ঃ কেশবপুর,
থানা ঃ জগন্নাথপুর,
জেলা ঃ সুনামগঞ্জ ।

বনাম

আলহাজ্ব মিজানুর রহমান, — প্রতিপক্ষ
সম্পাদক,
দৈনিক বর্তমান,
মুন গ্রুপ, লেভেল -১৭,
সানমুন স্টার টাওয়ার,
৩৭, দিলকুশা বা/এ
ঢাকা।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ — চেয়ারম্যান।
২। ড. উৎপল কুমার সরকার — সদস্য।
৩। জনাব আকরাম হোসেন খান — সদস্য।

ফরিয়াদীর পক্ষে ঃ আঞ্জুমান আরা বেগম, এডভোকেট।
প্রতিপক্ষ ঃ অনুপস্থিত।
শুনানীর তারিখ ঃ ১৯/১০/২০১৬ ও ০৮/১১/২০১৬।
আদেশের তারিখ ঃ ২৭/১১/২০১৬।

রায়

ফরিয়াদীর আর্জি ঃ

ফরিয়াদী নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ বিগত ২৪শে মে ২০১৬, বর্ষ ৩৫৭ সংখ্যায় ৯নং পৃষ্ঠার ৩-৬নং কলামে "প্রধানমন্ত্রীর কাছে আকুল আবেদন, বশর বাহিনীর হাত থেকে আমাদের বাঁচান" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ/বিজ্ঞাপন দৈনিক বর্তমান পত্রিকা যাহা ৩৭, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। উপরোক্ত শিরোনামে সংবাদ/প্রতিবেদন/বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে আমাকে জনসমক্ষে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়ভাবে হেয় প্রতিপন্ন ও ব্ল্যাকমেইল করার অপচেষ্টা করা হয়েছে।

উক্ত সংবাদ/প্রতিবেদন/বিজ্ঞাপনে তাহার বিরুদ্ধে কাল্পনিক, ভিত্তিহীন, বানোয়াট, মিথ্যা, জঘন্যতম, মানহানিকর তথ্য সরবরাহ করে জনৈকা সাফিয়া বেগম কর্তৃক প্রদত্ত কুৎসামূলক রটনা ছাপানো হয়েছে। উক্ত সাফিয়া বেগম সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, মামলাবাজ এবং নিরীহ জনগণকে মিথ্যা মোকদ্দমার ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক চাঁদা আদায়ে সিদ্ধহস্ত। ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে জঙ্গী, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, প্রতারক, ভন্ড, ভূমিখেকো, মামলাবাজ, নারীলোভী ও খুনী প্রকৃতির লোক হিসেবে উক্ত সংবাদে বক্তব্য ছাপিয়ে তাহাকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

উপরোক্ত বক্তব্য জলজ্যান্ত মিথ্যা, কুৎসামূলক রটনা ও সত্যের অপলাপ মাত্র। ফরিয়াদী এলাকায় একজন ভদ্র, বিনয়ী দানশীল ও সুদীর্ঘকাল যাবৎ লন্ডন প্রবাসী ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবী হিসাবে পরিচিত। তিনি দেশবাসীর কল্যাণে মাঝে মাঝে বাংলাদেশে আসেন এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একজন বলিষ্ঠ সমর্থক। অপরদিকে ফরিয়াদীর প্রতিপক্ষ সাফিয়া বেগম তাহার সন্ত্রাসী বাহিনী দ্বারা এলাকার নিরীহ মানুষকে মিথ্যা মামলা মোকদ্দমার ভয় দেখিয়ে অবৈধভাবে চাঁদা আদায় করে এবং ব্ল্যাকমেইল করে। উক্ত সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন, কুৎসামূলক এবং মানহানিকর উক্তিতে ভরপুর। উক্ত মিথ্যা ও মানহানিকর সংবাদের সকল উক্তি ও বক্তব্য ফরিয়াদী দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করছে। এতদবিষয়ে ফরিয়াদীর বক্তব্য হলো এই যে, তাহার নামে বশর বাহিনী নামে কোন বাহিনী নেই। ফরিয়াদী এলাকায় দাঙ্গাহাঙ্গামা, চাঁদাবাজী বা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত নহেন এবং অতীতেও কোনদিন ছিলেন না।

চলমান পাতা ০২

কিন্তু সাফিয়া বেগম কর্তৃক সরবরাহকৃত সংবাদ প্রতিবেদন, বিজ্ঞাপনটি সম্পর্কে তাহাকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ না করে এবং তাহার বক্তব্য না গ্রহণ করে প্রতিপক্ষ সংবাদপত্রের নীতিমালা উপেক্ষা করে তাহার বিরুদ্ধে উক্ত মিথ্যা, ভিত্তিহীন, কাল্পনিক, অসত্য ও কুৎসামূলক তথ্য ছেপে এবং উহা বিপনন করে তাহার অপূরণীয় সম্মানহানি করেছে।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, জগন্নাথপুর এলাকায় চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসীচক্র সাফিয়া বেগমের ছত্রছায়ায় সংঘবদ্ধ হয়ে এলাকার নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষের উপর জুলুম নির্যাতন চালিয়ে আসছে। ২০০৮ সালে ফরিয়াদী দেশে আসলে সাফিয়া বেগম গং তাহার নিকট বিপুল অংকের চাঁদা দাবী করে। উক্ত চাঁদা প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে তাহার বিরুদ্ধে জগন্নাথপুর থানার মামলা নং-০৮ তারিখ - ১৪/০৩/২০০৮ ধারা-৪৩৬ দন্ডবিধি যাতে তাহার বিরুদ্ধে ঘরে আগুন দিয়া গাড়ী পোড়াবার অভিযোগ আনা হয়। উক্ত মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তার অভিযোগের সত্যতা না পেয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। পরবর্তীতে সাফিয়া বেগম নারাজী দিলে উক্ত মামলাটি পুনরায় শুরু হয়। কিন্তু সরকার উক্ত মামলা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে মামলাটি মিথ্যা হওয়ায় প্রত্যাহার করে নেয়। ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে সাফিয়া বেগম কর্তৃক সরবরাহকৃত মিথ্যা তথ্যটি ছাপাবার পূর্বে প্রতিপক্ষ যদি এলাকায় গিয়ে অথবা তাহার প্রতিবেদকের মাধ্যমে সঠিকভাবে অনুসন্ধান করতেন অথবা ফরিয়াদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন তাহলে উক্ত মিথ্যা মানহানিকর বক্তব্য ছাপাতে হতো না। এখানে উল্লেখ্য যে, এলাকার চাঁদাবাজ চক্রের অত্যাচারে ফরিয়াদী লন্ডন হতে দেশে এসে সিলেট শহরে হোটেল ভাড়া করে থাকেন। এলাকায় গেলেই একদিকে মিথ্যা মামলা মোকদ্দমার শিকার হতে হয় অপরদিকে সন্ত্রাসী চক্র কর্তৃক দৈহিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। এইরূপ অবস্থায় লন্ডন প্রবাসী অনেক জনকল্যাণকামী বাংলাদেশী নাগরিক দেশে এসে এলাকায় গিয়ে মসজিদ-মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ, রাস্তা-ঘাট উন্নয়নে অবদান রাখতে পারছেন না। এই বিষয়ে প্রতিপক্ষ তাহার পত্রিকায় কোন নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন না ছাপিয়ে চাঁদাবাজ চক্রের সাথে হাত মিলিয়ে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করেছেন।

ফরিয়াদী উক্ত মিথ্যা সংবাদের বিরুদ্ধে ০৭/০৬/২০১৬ইং তারিখে তাহার নিয়োজিত আইনজীবীর মাধ্যমে একটি প্রতিবাদ পাঠিয়েছে এবং পরবর্তীতে বিগত ১৩/০৬/২০১৬ইং তারিখে আরও একটি প্রতিবাদ পাঠাইয়া ৭ দিনের মধ্যে উক্ত প্রতিবাদ প্রতিপক্ষের দ্বারা সম্পাদিত দৈনিক বর্তমান পত্রিকার একটি উল্লেখযোগ্য স্থানে ছাপাবার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু উক্ত প্রতিবাদটি প্রাপ্তির পরেও উহা ছাপানো হয়নি।

ফরিয়াদী তাঁর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নিবেদন করেন যে, প্রকাশিত সংবাদ/প্রতিবেদন/বিজ্ঞাপন আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। প্রকাশিত সংবাদ/প্রতিবেদন/বিজ্ঞাপনের সম্পূর্ণ অংশ সমূহ আমাকে আঘাত করেছে।

এই আপত্তিজনক সংবাদ/প্রতিবেদন/বিজ্ঞাপন ছাপানোর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদক মহোদয়ের কাছে ফরিয়াদী প্রতিবাদ পাঠিয়েছে। কিন্তু সম্পাদক তাহার প্রতিবাদ মোটেও ছাপায়নি। তাতে অভিযোগের কারণ প্রশমিত না হয়ে বরং প্রকোপিত হয়েছে।

পরিশেষে, ফরিয়াদী প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২ ধারার আলোকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বর্তমান অভিযোগটি দাখিল করেন।

নথী পর্যালোচনায় দেখা যায় ফরিয়াদী তাঁর আইনজীবীর মাধ্যমে অভিযোগটি কাউন্সিলে গত ২১/০৬/২০১৬ইং তারিখে দাখিল করেন। কাউন্সিল অফিস অভিযোগটি গ্রহণ করে প্রতিপক্ষকে ২৪/০৭/২০১৬ইং তারিখ ধার্য্য করে জবাব দাখিল করার জন্য নোটিশ প্রেরণ করে। প্রতিপক্ষ নোটিশটি গত ২৬/০৬/২০১৬ইং তারিখে গ্রহণ করে। কিন্তু প্রতিপক্ষ নোটিশ পাওয়া সত্ত্বেও কাউন্সিলে হাজির হয়ে জবাব দাখিল করেনি। এমতাবস্থায়, ন্যায় বিচারের স্বার্থে আরও একটি নোটিশ গত ২৭/০৭/২০১৬ইং তারিখে প্রতিপক্ষকে জবাব দাখিলের জন্য ২৪/০৮/২০১৬ইং তারিখ ধার্য্য করে নোটিশ প্রেরণ করে। কিন্তু উক্ত তারিখেও জবাব দাখিল না করায় ১৯/১০/২০১৬ তারিখ একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য করা হয় এবং নোটিশ প্রেরণ করা হয়। প্রতিপক্ষ উল্লেখিত তারিখেও গড় হাজির থাকেন। ন্যায় বিচারের স্বার্থে ০৮/১১/২০১৬ইং তারিখ একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য করা হয়। কিন্তু উক্ত তারিখেও প্রতিপক্ষ গড়হাজির থাকেন। এমতাবস্থায়, ০৮/১১/২০১৬ইং তারিখে একতরফা শুনানী করা হয়।

ফরিয়াদীর নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী অভিযোগের আলোকে কাগজপত্র উপস্থাপন করে নিবেদন করেন যে, ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট নিবেদিত আবেদনটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, কেবল ফরিয়াদীর জনসম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং যার কোন ভিত্তি নেই।

বিজ্ঞ আইনজীবী চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, সুনামগঞ্জ এর ২৯/০২/২০১৬ তারিখের আদেশটি পড়ে শুনান এবং নিবেদন করেন যে ২৪/০৩/২০০৮ তারিখের অভিযোগটি অসত্য বিধায় সরকার মামলাটি প্রত্যাহার করে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ২৯/০২/২০১৬ তারিখের আদেশ মূলে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আসামীগণকে (ফরিয়াদীসহ) অপরাধের অভিযোগের দায় থেকে খালাস প্রদান করে।

চলমান পাতা ০৩

তিনি নিবেদন করেন যে, সমগ্র বিষয়াদি জানিয়ে প্রতিপক্ষের নিকট একটি প্রতিবাদলিপি গত ০৭/০৬/২০১৬ইং তারিখে প্রেরণ করেন কিন্তু প্রতিপক্ষ প্রতিবাদলিপিটি তাঁর পত্রিকায় ছাপায়নি যা ফলে বর্তমান অভিযোগের কারণ উদ্ভোত হয়েছে।

প্রতিবাদপত্রটি প্রচার না করে প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত আচরণবিধি লংঘন করেছেন যা হলুদ সাংবাদিকতার আওতায় পড়ে। পরিশেষে, বিজ্ঞ আইনজীবী প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারার আলোকে সর্বোচ্চ শাস্তির দাবী করেন।

ফরিয়াদীর বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শুনা হলো এবং দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হলো। প্রতিপক্ষের পত্রিকা 'দৈনিক বর্তমান' এ প্রচারিত আবেদনটিও পর্যালোচনা করা হলো। নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ এর ১৬/১০/২০১০ইং তারিখের আদেশ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিবিধ মামলা নং-৩২/০৮ (জগন্নাথপুর) এর আওতাভূক্ত আসামিদিগকে অব্যাহতি প্রদান পূর্বক মামলাটি নথিজাত করা হয়েছে। আরও দেখা যায় যে মামলা নং ০৮/৪৫ তারিখ ১২/০৩/২০০৮ পুলিশ তদন্ত পূর্বক ২৩/০৪/২০০৮ তারিখে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে। সরকার কর্তৃক সি আর ৪২/০৮ (জগন্নাথপুর) প্রত্যাহার করার ফলে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীগণকে অপরাধের অভিযোগের দায় ২৯/০২/২০১৬ তারিখের আদেশমূলে মামলা হতে খালাস প্রদান করে।

পরিলক্ষিত হচ্ছে প্রতিপক্ষ আবেদনের বিষয়বস্তুর ব্যাপারে কোনরূপ যাচাই-বাছাই না করে আবেদনটি পরিবেশন করেছে। প্রতিপক্ষ প্রতিবাদলিপিটি না ছাপিয়ে বাংলাদেশের সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি ১৯৯৩ (২০০২ সালে সংশোধিত) লংঘন করেছেন।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং কাউন্সিল কর্তৃক তদন্ত পরিচালনার উদ্দেশ্য দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ বিধি মোতাবেক প্রতিপক্ষকে কাউন্সিলের বিচারিক কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমন প্রদান করা হয়েছে কিন্তু প্রতিপক্ষ সমন প্রাপ্তির পরও অবজ্ঞা/লংঘন করে হাজির হয়নি। বিচারিক কমিটির সম্মুখে ইচ্ছাকৃতভাবে হাজির না হওয়ার জন্য তিরস্কার করা প্রয়োজন বলে কমিটি মনে করে। প্রতিপক্ষ ইচ্ছাকৃত ভাবে কাউন্সিল কর্তৃক জারীকৃত সমন অবজ্ঞা করেছে যার ফলে প্রতিপক্ষ সাংবাদিকতা নীতিমালার বিধিও লংঘন করেছে। ফরিয়াদীর প্রতিবাদপত্রটি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রচার করে নাই বলে সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হচ্ছে। তাই, প্রতিপক্ষ তাঁর দায় এড়াতে পারেন না। প্রতিপক্ষের এই অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণের জন্য তাঁর পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিলযোগ্য।

ফরিয়াদীর দাখিলকৃত সমস্ত কাগজপত্রাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিশ্লেষণ করে কাউন্সিল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ফরিয়াদীপক্ষ কাগজপত্র দ্বারা তার বক্তব্য প্রমাণে সমর্থ হয়েছেন।

প্রতিপক্ষের এই ধরনের আচরণ হলুদ সাংবাদিকতার নামান্তর বলে কাউন্সিল মনে করে। ফরিয়াদীর দায়েরকৃত মামলাটি মঞ্জুরযোগ্য। তাই সর্বসম্মতিক্রমে মামলাটি মঞ্জুর করা হলো।

একইসঙ্গে আমরা প্রতিপক্ষকে এইরূপ অযাচাইকৃত আবেদন প্রকাশ করার জন্য সতর্ক, ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করা হলো। উপরোক্ত, পর্যবেক্ষণ দিয়ে এই মামলাটি মঞ্জুর করা হলো।

এই রায় প্রদানের সহি মহুরী নকল প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে "দৈনিক বর্তমান" পত্রিকায় এই রায় হুবুহু প্রকাশ করতে প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল এবং একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে প্রেরণের জন্যও নির্দেশ দেয়া হলো।

ফরিয়াদী ইচ্ছা করলে সহি মহুরী নকল গ্রহণ করে এই রায়টি যে কোন পত্রিকায় নিজ খরচে প্রচার করতে পারেন।

অবগতির জন্য ঢাকা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এর নিকট রায় এর একটি অনুলিপি প্রেরণের জন্য অত্র দপ্তরকে নির্দেশ দেয়া হলো।

স্বাক্ষরিত/-

(বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ)

চেয়ারম্যান

স্বাক্ষরিত/-

(আকরাম হোসেন খান)

সদস্য

স্বাক্ষরিত/-

(ড. উৎপল কুমার সরকার)

সদস্য